তৃতীয় মাত্রা

পর্ব-৬৫১৫

উপস্থাপনা: জিল্লুর রহমান

আলোচক- বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ও এফবিসিসিআই-এর সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ হেলালউদ্দীন (হেলাল) এবং এফবিসিসিআই-এর পরিচালক ও ব্যবসায়ী ঐক্য ফোরাম-এর সাধারণ সম্পাদক আবু মোতালেব।

তারিখ-০৩.০৬.২০২১

ট্যাগ লাইন- কেমন বাজেট প্রত্যাশা ব্যবসায়ীদের

জিল্লুর রহমানঃ বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাইরে যে যেখানে সবাইকে স্বাগতম চ্যানেল আইয়ের তৃতীয় মাত্রায়। জাতীয় সংসদে ২০২১ এবং ২০২২ সালের বাজেটে উত্থাপিত হবে। পুরো মাস জুড়ে বাজেটে সংশোধন বা বিয়োজনের এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। মোটাদাগে বলা যায় বাজেট উত্থাপনের বেশ কিছুদিন আগেই বাজেটে তৈরি হয়। বাজেটে ঘিরে নানা মহলে নানা রকম আলোচনা চলে তবে অনেকেই মনে করে বাজেটের দিনে কেমন বাজেট চাই এই আলোচনা করে লাভ নাই। অনেকেই বলেন সংসদে যে বাজেট নিয়ে আলোচনা হয় সেটি কতটুক বাজেট নিয়ে এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে কতটা আলোচনা হয়। সে বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন আছে কারণ তারা বরাবরই বাজেটে চরিত্র অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে বেশি পছন্দ করেন। তারপর আলোচনা করা হয় সেগুলো নিয়ে বাজেটের সংশোধন বা বিয়োজনের সুযোগ রয়েছে অর্থমন্ত্রীর। জাতীয় বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে আমার সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ও এফবিসিসিআই-এর সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ হেলালউদ্দীন (হেলাল) এবং এফবিসিসিআই-এর পরিচালক ও ব্যবসায়ী ঐক্য ফোরাম-এর সাধারণ সম্পাদক আবু মোতালেব। তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার হেলাল উদ্দিন আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এ পরিস্থিতিতে করোনার মধ্যে বাজেটের উত্থাপিত হয়েছে। গতবারও বাজেট নিয়ে আশা করা হয়েছিল কিন্তু মানুষ খুব একটা পরিবর্তন দেখতে পারেন নি এবারের বাজেটেও। বাজেট একধরনের গতানুগতিক বাজেট

বলেই অর্থনীতিবিদরা বলে থাকেন। এই বছরের বাজেটে কেমন হবে বলে আপনি মনে করেছিলেন। এবারের বাজেট নিয়ে আপনাদের প্রত্যাশা কি?

মোঃ হেলালউদ্দীন (হেলাল)ঃধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত বলতে হয় করোনার মধ্যে বাজেটটি ঘোষণা হচ্ছে তাহলে প্রেক্ষাপটটি আসলেই অন্যরকম। করোনার মধ্যে সারা বিশ্বের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থনীতিতে আমাদের বাজেট কেমন হবে সেটি নিয়ে সভা আলোচনা করছিল যে আমার মনে করছি এই বছর বাজেটটি একটু ভিন্ন রকম হবে কিন্তু নাথিং নিউ। আমার মনে হয়েছিল অন্যান্য বছর যেরকম বাজেট ঘোষণা করা হয় এবারও একই রকম বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম করোনা কালীন সময়ে একটু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা থাকবে বিশেষ করে যারা করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সারা বিশ্বে এখন একটাই চিন্তা ভাবনার বিষয় রয়েছে টিকা। আমরা ভেবেছিলাম এরকম একটা বিষয় হলো বাজেটে গুরুত্ব দেয়া হবে। গত বছরের তুলনায় এ বছরের বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে। আপনি দেখবেন গত বছরের তুলনায় এই বছর ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩১৩ কোটি টাকা বাজেটের আকার নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে গত বছরের তুলনায় এই বছর ২৫ হাজার ৩১৩ কোটি টাকার মতো বেশি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বেশি টাকা আসলে পাবে কোথায়? এইযে এনবিআরকে যে তারা প্রতি বছর বছর টার্গেট দেওয়া হচ্ছে এবং সেই টার্গেট তারা অ্যাচিভ করতে পারছিনা যে এমন না কিন্তু এনবিআরের আসলেই এই টার্গেট অ্যাচিভ করতে হিমশিম খাচ্ছে। এনবিআরকে আমরা সবসময় বলছি যে আপনারা নেটটা প্রসারিত করেন কিন্তু তারা বরাবর তা প্রসারিত না করে সেই কোটার মধ্যে থেকে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে ৬৪ হাজার গ্রাম যদি থাকে তাহলে এমন কোন গ্রাম নাই যে গ্রামে দুটি করে বাজার নাই এবং এমন কোন বাজার নাই যেই বাজার ১০ থেকে ১৫ জন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে যারা কর দেয়। তারা কিন্তু জানেনা যে আয়কর কাকে বলে এবং ট্যাক্স কিভাবে পে করতে হয়। এখন যে বিষয়টা ভ্যাটের উপর বেশি জোর দেয়া হচ্ছে। আমরা বলেছিলাম ২০২০ সালে যেই বাজেট ঘোষণা করা হয়েছিল সেটি জনবান্ধব হচ্ছে না, ব্যবসায়ীবান্ধব হচ্ছে না। আমি যদি একটি কথা বলি যে ম্যাক্রো মনির চেম্বার খুব শক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। এই বিষয়ে একটি আইন পাশ করা হয় এবং এই আইনটি আসলে বড় ব্যবসায়ীদের পক্ষে যায় বলে তারা আসলে খুব শক্ত অবস্থানে দাঁড়িয়েছিল। এরপর আমরা বলেছেন যে এই আইনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি

ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তাদেরকে টার্ন ওভার করে দেওয়া হোক অথবা স্লাব করে দেয়া হোক। এবং ২০১৯ থেকে ২০ সালে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সবার সামনে বললেন যে আমি ভ্যাট নিয়ে নতুন আইন প্রবর্তন করব। তিনি বলেছিলেন যে যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে তার সমাধান করব এবং সেটা তো আমরা সবাই রাজী হলাম। সেইটা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায়ীদের রেজিস্ট্রেশন আওতায় আসতে হবে এবং প্রথম রেজিস্ট্রেশনে আওতায় আসার পর তাদেরকে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে এবং সেই রিটার্নস তারা সাবমিট যদি না করতে পারে তাহলে ১০ লাখ টাকা জরিমানা হবে। এই জরিমানা এনবিআরের চেয়ারম্যান ও মওকুফ করতে পারেন না এতে করে হাজার হাজার দোকান তার রেজিস্ট্রেশন আওতায় এনেছেন। রেজিস্ট্রেশন আওতায় আসার পর ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস মেশিন ব্যবহার করতে হবে এতে করে আমি যখন কোন ক্রেতার কাছ থেকে ভ্যাট নিবো সেটি এনবিআরের সার্ভারে যুক্ত হয়ে যাবে। হঠাৎ এই টাকাটা মেরে খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমরা চাই যে সরকার যে উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে এবং কয়েকটি বড় মেগা প্রজেক্টের কাজ আসলে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। প্রজেক্ট শেষ হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু প্রমোটের বিষয় রয়েছে। আপনি যখন আমদানি করে কোন কিছু আনবেন বা কোন পণ্য তৈরি করেন তবে কিন্তু আপনাদের ১৫ পারসেন্ট ভ্যাট দিতে হচ্ছে। এটি দিতে হবে আবার ৫ পারসেন্ট তার উপর আবার ৩৫ পারসেন্ট প্রফিট ধরে। এরপর আবার পাইকারি পর্যায়ে যখন যায় তখন ৫ পার্সেন্ট ভ্যাট যুক্ত হয়। এতে করে খুচরা বিক্রেতার কাছে এসে পণ্যটি পৌঁছায় এতে করে কাস্টমার কিন্তু বোঝেনা যে তারা ভ্যাট দিচ্ছে। এখন ধরেন যে ইলেকট্রনিক বিষয় যে বসাবো তখন কিন্তু ক্রেতারা বুঝবে যে পণ্যের ওপর আমরা ভ্যাট দিচ্ছি। এখন কলমের দাম ৭ টাকা সেটা তারা কিনে নিয়ে আসে তারা কিন্তু বুঝতেসেনা যে তারা ভ্যাট দিচ্ছে। অনেক সময় কাস্টমসে অনেক কর্মকর্তারা বলে যে ব্যবসায়ীরা ভ্যাট দিচ্ছে না। ভ্যাট ক্রেতা ও ভোক্তারা দিবে ব্যবসায়ীদের দেওয়ার কথা না। ভোক্তাই ভ্যাট দিচ্ছে। তাই ভোক্তার কাছ থেকে আমরা টাকাটা তুলে শুধু সরকারের কোষাগারে জমা দিব। তার জন্য তো আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে। এখন যেটা দেখা যাচ্ছে, গত দুই বছরে এনবিআর সব মিলিয়েওয়ান পার্সেন্ট ইলেকট্রনিক ডিভাইস বসাতে পেরেছে। এর আগে ছিল ইসিএল মেশিন কিন্তু ইসিএল মেশিন এখন অজ্ঞাত। ইএফডি মেশিন ব্যবহার গত ১০ বছর হয়ে গেছে। ইএফডি মেশিন যখন আমরা বসানোর শেষ

করব তখন দেখা যাবে যে অন্য ফাস্ট মেশিন চলে এসেছে। আমার মনে হয় এনবিআরকে আরো বেশি সচেতন হতে হবে আরও বেশি স্মার্ট হতে হবে। এনবিআর যদি এরকম করে চলে তাহলে তাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে তবে এক্ষেত্রে কষ্ট পাবে ব্যবসায়ীরা, কষ্ট পাবে সাধারণ মানুষ। যেহেতু করোনাকালীন সময় সকলের আয় কমেছে সেক্ষেত্রে ৫% যেটা খুচরা পর্যায়ে বসানোর কথা ছিল কিন্তু তারাও এক পারসেন্টও করতে পারেনি তো এই ওয়ান পারসেন্ট ও যদি তারা উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায় তাহলে কিন্তু বাজারের একটা সমতা থাকে ক্রেতারা যারা ভ্যাট দিচ্ছে তারাও বুঝবে না যে তারা ভ্যাট দিচ্ছে। এমনটি করা হলে এখন আমরা যেই টাকাটা পাচ্ছি তার থেকে দ্বিগুন টাকা আমরা এই খাত থেকে পাব বলে মনে করছি।

জিল্লুর রহমানঃ আবু মোতালেব আপনি বলেন।

আবু মোতালেবঃ এই পর্যায়ে প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবেলা। অর্থনীতি পুনর্গঠন, গ্রামীণ কৃষি ভিত্তিক উন্নয়ন একই সাথে এই সময়ে আমাদের করোনা মোকাবেলা করাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। জীবন-জীবিকাকে সামনে রেখে আমি আশা করব এই বাজেট সরকার প্রদান করবেন। কিন্তু আমরা এখন যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে কালকে আমরা দেখলাম যে একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে এই দুই বছরের করোনা কালীন সময়ে আমাদের দারিদ্র্যের হার আরো বেড়ে গেছে। বিগত সময়ে আমাদের দারিদ্র্যের হার সাড়ে তিন কোটি প্লাস হয়েছে। আরেকটু নিচে চলে গেছে। এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদেরকে কিভাবে ক্ষতি পূরণ করা হবে। যারা চাকরি হারিয়েছেন, এই সময়ে যারা ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বিশেষ করে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যবসা থেকে চলে যেতে হয়েছে। কতগুলো সেক্টর ভেঙে পরেছে। বিশেষ করে আপনি যদি হিসাব করেন যে আমাদের ট্যুরিজম সেক্টর ক্ষতিকর হয়েছে। ব্যবসায়ীদের জন্য দুটি সিজন থাকে একটি হচ্ছে পহেলা বৈশাখ এবং দ্বিতীয় হচ্ছে রমজান। গত দুই বছরে এই চারটি সিজনে তারা মাইর খেয়েছে। এই বছর তারা মনে করেছিলো এই বার তারা ওভার কাম করতে পারবে কিন্তু বৈশাখের তিন চার মাস আগে আমদানি করা শুরু করল প্রোডাকশন করা শুরু করল হঠাৎ তার মাঝখানে আবার লকডাউন শুরু হল। প্রথম রমজানে পহেলা বৈশাখ শুরু হল। এই দুটো সিজন দুই বছরের চারটা সিজন মাইর খেল এর মধ্যে ৮৪% লোক পথে

নেমে পড়ছে তারপর আমাদের দোকান পর্যায়ে পাইকারি ব্যবসা যারা করে। বড় পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা শুধু টিকে আছে। কিন্তু তাদেরও পুঁজি অনেক কমে গিয়েছে। তাদের কর্মচারী অনেককে ছাঁটাই করতে হয়েছে। এই সমস্ত বিবেচনা করতে গেলে আমরা এই দুই বছরে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছে। প্রকান্তরে আড়াই কোটি দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গিয়েছে এগুলো যদি পর্যালোচনা করে তাহলে সাত কোটি শ্রমিক-কর্মচারীরা এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?এদের কি অবস্থা হবে এই বাজেটে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

গত বাজেটে আমরা দেখেছি যে বিশেষ করে যাদেরকে ভাতা দেয়া হয়েছে সেগুলো তিনটি খাতে দেয়া হয়েছে। উন্নয়নমূলক খাতে, খাদ্য খাতে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে সেখানে বিড়ম্বনা হয়েছে। গত বাজেটে ছিল প্রায় ৯৭ হাজার কোটি টাকা। আমি আজকে দেখলাম সেখানে এক লক্ষ তিনহাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিচ্ছে কিন্তু গত বাজেটে শুধু মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্কভাতা তারা পেয়েছে কিন্তু এর বাইরে যে সকল ভাতা রয়েছে এগুলো স্ট্যাটিস্টিক রিপোর্ট কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই বিষয়গুলো যেহেতু বাজেটটা এবার বাড়ানো হয়েছে তাই লক্ষ্য রাখা খুব জরুরী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেত্রে দুই হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা দেয়া হয়েছিল সেই দুই হাজার কোটি টাকা কিন্তু আমরা ঠিক ভাবে ডিসট্রিবিশন করতে পারিনা। অধিকাংশ টাকা অনিয়মের কারণে রয়ে গেছে। এই ক্ষমতাটাও দেওয়া হয়েছিল ব্যাংকিং সেক্টরে। ব্যাংকের কারণেই ডিস্ট্রিবিউশন টা ঠিক হয় নাই। তাই আমরা আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় তৃতীয় ধাপে আমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি সেজন্যই প্রণোদনা আরও বাড়িয়ে দিবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী যারা আছে তাদেরকে প্রণোদনা দিতে হবে কিন্তু প্রণোদনা শুধু ব্যাংকিং সেক্টরে রাখলেই হবে না এ প্রণোদনার সাথে ব্যবসায়িক বডি এফবিসিসিআই কে যুক্ত করতে হবে। এফবিসিসিআইয়ের পাশাপাশি এসএমই ফাউন্ডেশন রয়েছে, বিভিন্ন জেলা চেম্বার রয়েছে, আমাদের খাত অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। এফবিসিসিআই এর মাধ্যমে আমরা যদি ব্যাংকের সাথে কো-অপারেশনের যাই তাহলে প্রণোদনাগুলো প্রকৃত ব্যবসায়ীদের কাছে যাবে। এসকল প্রণোদনা যদি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায়ীরা পায় তাহলে সে প্রান্তিক লেভেলে ব্যবসায়ীরা বেঁচে যাবে। বাজেটের আসরের পরিধি বাড়িয়ে লাভ নেই যদি সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন না করতে পারি। আমরা দেখেছি যে গত বাজেটে ১৪ থেকে ১৬ শতাংশ

ইম্প্লেমেন্টেশন হয়েছে। এইবার মনে হচ্ছে সিচুয়েশন আরো খারাপ হবে। আগামী বছর ব্যবসায়ীদের আরো খরা এবং সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে ৫% অ্যাডভান্স ট্যাক্স যখন নিচ্ছে সেক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমি মনে করি এইবার এই বাজেটে ৫% অ্যাডভান্স ট্যাক্স না নিলেই ভাল হবে। যদিও বলা হচ্ছে এই ৫% অ্যাডভান্স ট্যাক্স টা ফেরত দেওয়া হবে কিন্তু এনবিআর থেকেই টাকাটা আনার সময় যে নিয়ম দাওয়া হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা এই টাকাটা ফেরত পায়নি। আমি আশা করবো যে, এবারের বাজেটে এই আইনটি তুলে নেওয়া হোক। পাশাপাশি গত বছরে আমরা যে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এর বিষয়টা দেখেছি এটাও নেহাত একটা কষ্ট ছাড়া কিছুই না। সারা পৃথিবীতে বাজেটে ইনকাম ট্যাক্সের ইনকামের উপর এটা ডিপেন্ড করে। আমাদের বাংলাদেশে তার একটি ব্যতিক্রম নিয়ম আমরা লক্ষ্য করছি। ৬৫ লক্ষ লোক এই এটিএনের আওতায় রয়েছে। ফিফটি পার্সেন্ট এর মধ্যে আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি নিয়ম অনুযায়ী। ৫৫ লাখ লোকের মধ্যে দেখা গেছে সাড়ে ১২ লক্ষ লোক শুধুমাত্র গাড়ি কেনা, জমিজমা কেনা এবং ক্রেডিট কার্ডের জন্য এই সীমার মধ্যে সামান্য একটা ট্যাক্স দেয়। আর বাকি অর্ধেক লক্ষ্য লক্ষ লোকের ট্যাক্স দিচ্ছেন না এবং এটাকে নিয়ে এনবিআরের কোনো মাথাব্যথা ও তাদেরকে ধরার জন্য তাদের কোনো চেষ্টা নাই। কিন্তু যারা ফিফটিন পারসেন্ট নিয়মিত ট্যাক্স দিচ্ছে তাদের ওপর বিভিন্নভাবে করার চাপ বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা আমি মনে করি অবিচার।

এদেরকে ধরা হচ্ছে না। কিন্তু যারা ৫০% নিয়মিত ট্যাক্স দিচ্ছে তাদের উপরে প্রতিবছর বিভিন্ন ভাবে করের চাপ বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা কিন্তু আমি মনে করি একটা অবিচার। সে ক্ষেত্রে আমি মনে করবো এই ট্যাক্স এর পরিধিকে এনবিআরকে শক্তভাবে দেখতে হবে। এটার পরিধিকে এই বছর অন্তত এক কোটি ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া উচিৎ। এনবিআর গোয়েন্দা বিভাগ এভাবে কাজ করা উচিত। কিন্তু তারা কাজ করছে উল্টোটা ভ্যাট কে দিচ্ছে কে দিচ্ছে না। সেখানে একটা বিড়াম্বনা আমাদের রয়ে গেছে। ২০১২ সালের আইনের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র এবং পাইকারি ব্যবসায়ীদের প্রচলন ছিলো সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্যাকেজ প্রচলন হচ্ছে না। এনবিআর এর গাফিলতির কারণে আস্তে আস্তে অসফলতার পর্যায়ে গেছিলো। পরবর্তীতে তাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এই নতুন আইনের কারণে।

তখন আমরা বলেছিলাম এটা সাফিসিয়েন্ট না এই বিষয়টাকে আলোচনার মধ্য রেখে করা হোক। যেহেতু একটা ছোট্ট দোকানদার তার পক্ষে খাতা-কলম রেখে ট্যাক্স হিসাব করা এনবিআর কে হিসাব দেওয়া এটা প্রতিবছর কোনভাবেই সম্ভব না। কারন এটার জন্য ট্রেন আপ করার ব্যাপার রয়েছে অনলাইন সিস্টেম জানার ব্যাপার রয়েছে। গত দুই বছরে আমরা ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রে মালিক ক্ষেত্রে থেকেও আমরা বারবার বলেও সেখান থেকে কিন্তু আমরা রেজাল্ট পাই নাই। আমাদের এই কথার পরেও তারা কিন্তু এগ্রিমেন্ট করার জন্য দুই বছর তারা চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইনক্রিমেন্ট পেছনোর ক্ষেত্রে তারা ৫% পেড়েছে। আমরা যেটা শুনতে পেরেছি তারা এবার প্রত্যেককেই অনলাইন সিস্টেমে তারা জোরপূর্বক আনবেন। এখানে আরেকটা ইন তাদেরকে যেটা ২০১২ সালে ঢোকানো হয়েছে। প্রতিমাসে যদি আপনারা তাদেরকে হিসাব না করেন ১০ হাজার টাকা আপনাকে জরিমানা দিতে হবে। এটা কিন্তু একটা কালো আইন। এই প্যানডোমিকের কারণে আমি মনে করি এনবিআর কে দেখা উচিত। ব্যবসায়ীদের জরিমানা ভিতরে না ফেলে অ্যাসোসিয়েশন চেম্বারের সহনীয় পর্যায়ে যে ভাবে নেওয়া যায় সেভাবে নেয়া উচিত। এখানে ৫% টেক্স দিয়ে ভ্যাট দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব না। যদিও আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম গ্যাস নিতে হবে কনজিউমার থেকে। যদিও কনজিউমার জানে না তাকে ভ্যাট দিতে হবে। এটা দিতে হলে ইউএসডি মেশিন প্রত্যেকের বেলায় প্রযোজ্য করতে হবে। যদি প্রযোজ্য করতে পারে সে ক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত ইউএসডি ম্যাসেজ দিতে পারবে না ততক্ষণ আলোচনার ভিত্তিতে আমরা ট্যাক্স দিতে চাই। প্যাকেজের আওতায় নেওয়া হোক ঘুরেফিরে আলোচনার মধ্য দিয়ে। যেখানে.৫% ট্যাক্স দেয়ার কথা রয়েছে ৫% ট্যাক্স দেওয়া সম্ভব না। এখানে যদি আলোচনার মাধ্যমে এসোসিয়েশনের ০.২৫% করে দেয় যার হাতে এই অ্যাসোসিয়েশনগুলো রয়েছে পার্টনারশিপ ভিত্তিতে যদি ধার্য করে দেয় তাহলে আমার মনে হয় এই টেক্স টানা সম্ভব হবে। আদারয়াইজ এই প্যানডোমিক এর কারণে আমরা দুই বছর যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রণোদনা তো চায় পাশাপাশি এটাকে আগামী দুই বছর যাতে খুচরা এবং পাইকারি পর্যায়ে মাঝারি যারা অন্যতম ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাদের বাৎসরিক আয় আছে তাদেরকে করের আওতা মুক্ত করা হোক। এবং যারা এর মধ্যে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি ইনক্রিমেন্ট করা হোক। যদি এদের ক্ষেত্রে এনবিআর

এর কর্মকর্তা বা ম্যাজিস্ট্রেট ফোর্স করেন তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ছেড়ে চলে যাবে এটা বলার উপেক্ষা রাখে না।

জিল্লুর রহমানঃ হেলাল উদ্দিন প্যানডেমিককে মাথায় রেখে স্পেসিফিক কোনো পরামর্শ আছে? যদিও অনেক কিছু আপনার বলেছেন আপনার দুজনে এটা করা উচিত ওটাই করা উচিত প্যানডেমিক অ্যাড্রেস করার জন্য। সেই বাস্তবায়ন যদি হয় তাহলে একবারে বছর শেষে এসে তৈরি করেছে।

মোঃ হেলালউদ্দীন (হেলাল)ঃহ্যাঁ এই জায়গাটা আমাদের বাস্তবায়ন হয়। কিন্তু অতীতের তুলনায় আমাদের আকারে আকারেও বাজে খুব বড় ছিলো আসলে আমাদের এত বড় বাজে কিভাবে বাস্তবায়ন হবে। আমি কিন্তু মোটামুটি দেখি এই বাজেট বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এনবিআর যে টাকাটা ধরে রাজস্ব বোর্ড হিসাব নিবে সেটা কিন্তু কাছাকাছি চলে যাবে। সব মিলে আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা কিন্তু খুব ভালোভাবেই এগোচ্ছিলাম। সারা পৃথিবীতে এটা নিয়ে অনেক কথা আসতে পারে মোতালেব সাহেব বললেন যে দারিদ্র সীমা নীচে চলে গেছে ২.৫ কোটি মানুষ। এগুলো এক একজন এক এক ভাবে মূল্যায়ন করেন। এখন সারা পৃথিবী থমকে দাঁড়িয়েছে। এই জায়গাটা আমি আপনার সাথে একমত যে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট কমে আসছে। আমাদের ব্যাংকগুলোর এর জন্য দায়বদ্ধ। কারণ আমাদের ব্যাংক গুলো গত দুই বছর আগে বারবার বলা হয়েছিল এটাকে সিঙ্গেল ডিজিট করার কথা। ব্যাংকে কোনোভাবেই সিঙ্গেল ডিজিট করার ব্যবস্থা নেই। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী যখন সরাসরি ৯% মিন করলেন তখন ৯% এ চলে এলো। এখন ব্যাংক গুলো ৭% এ ঋণ দিচ্ছেরি ঋণ দিচ্ছে। ব্যাংকের মালিকগুলো আমাদের সাথে সারাদিন চলাফেরা করছে সরকার আর কয়টা ব্যাংকের ব্যাংকের মালিক। তারা বললেন ৯% এ কোনক্রমেই করা যাবে না কিন্তু এখন করছেন। শুধু করছেন না ৭% এ এখন তারা ঋণ দিচ্ছেন। আমরা যেভাবে চলছি খুব একটা খারাপ অবস্থায় চলছি। এখানে দুর্নীতি হলে আমরা দেখছি কিন্তু অতীতে দুর্নীতির ফলে তাদের আইনের মুখোমুখি হতে হয়নি। অনেক ব্যাংকের টাকা নিয়ে ওরা চলে গেছে। যত ব্যাংক গুলো এখন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা কিন্তু আইনের আওতায় এসেছে। আইনের ফাঁকফোকর আছে সে ফাঁকফোকর দিয়ে যদি মানুষ

ঢোকে দুর্নীতির চিন্তায় কিন্তু করবে না। কারণ সে বোঝে কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে কোন দিক দিয়ে বেরোতে হবে। সেজন্য আমাদের আইন যেন আরো শক্তভাবে তৈরি করা হয় এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এমনকি বাজেট নিয়ে যে কথাগুলো বলছিলাম এবারে এনবিআরকে যে রাজস্ব কেন্দ্র করা হয়েছে এনবিআর করতে গেলে এটা অনেক বেশি ব্যাক বিধি।

জিল্লুর রহমানঃ গত বাজেটের সময় আমরা দেখেছি যে এনবিআরের চেয়ারম্যান তো মোটামুটি অসহায়ত্ব প্রকাশ করলেন যে এত টাকা কোথা থেকে পাবেন?

মোঃ হেলালউদ্দীন (হেলাল)ঃকিন্তু তার পরেও ওরা ৭০% পর্যন্ত পৌঁছেছে। চাপ প্রয়োগের বিষয়টা মোতালেব সাহেব যেটা বললেন আসলে আমাদের ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রটা বাড়ানো দরকার। আমি জানিনা কে কিভাবে নেবে এনবিআরকে আরো শক্ত হওয়া দরকার। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন এখানে বলা হচ্ছে এ আইনটি একটি সিম্পল আইন। প্রযুক্তির জন্য এনবিআর এখনও তৈরি হয়নি। ঢাকা শহরে এখনও ইন্টারনেটের আওতায় তারা নিজেকে তৈরি করতে পারে নাই। এই কাজগুলো খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে করা দরকার বা জবাবদিহিতা করা দরকার। একটা সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ীদের আয়কর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এনবিআরকে এটা সময় দিতে হবে যে তারা কতদিনের মধ্যে এটা এচিভমেন্ট করতে পারবেন। আসলে আমাদের সরকারি কর্মচারীদের তেমন কোনো জবাবদিহিতা নেই বলে প্রাইভেট সেক্টর যেভাবে এগোচ্ছে সরকারি সেক্টর সেভাবে এগোচ্ছে না। সেগুলো একটু রেক্টিফাই করা দরকার। সরকার ইতিমধ্যে কিন্তু সেফটি লিডটা অনেক বৃদ্ধি করেছে। গত রমজান মাসে প্রায় দুই বার ৪০ লক্ষ বাজেট দেওয়া হয়েছে। ৫০ লক্ষ্য আড়াই হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। নগদ টাকা সরকার দিবে এটা আমরা চিন্তাও করতে পারি নাই। এখন দিচ্ছে অন্য দেশের সাথে তুলনা করলে এটা অনেক কম। কিন্তু আমরা তো শুরু তো পড়তে পেয়েছি এটা তো সত্যি। সাহসটা তো সরকার দিয়েছে আমরা আরও সাহস নিবো এবং এগিয়ে যাবো। এখানে আমরা যে বাজেট উপস্থাপনা দেখলাম আপনার কাছে আবার বলি আমার কাছে মনে হয়েছে বাজেট নিয়ে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এর চেয়ে বেশি কিছু আলোচনা আমার কাছে মনে হয় না। আমরা এই মুহূর্তে মনে করছি প্যানডোমিকের মুহূর্তে সেল না হয় তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সত্যি সত্যি বিপাকে পড়বে। ইতিমধ্যে আমরা দেখলাম যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর

মোবাইল চুরি হয়ে গেছে। আমি কিন্তু গত তিন মাস ধরে বলছিলাম যে আমাদের যারা অতি দরিদ্র ব্যবসায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায় যারা তাদের কিন্তু কাজকর্ম নাই। যারা ফুটপাতে বসে সবজি বিক্রি করলো, যারা ফল বিক্রি করলো, যারা ফুটপাতে লুঙ্গি গামছা বিক্রি করলো এগুলোর পরিমাণ হচ্ছে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা। এদেরকে আমরা নগর টাকা দিয়ে যদি সহযোগিতা না করতে পারি তাহলে সামাজিক অস্থিরতা হবে। গত কিছুদিন আগে আমি যখন পুলিশ কমিশনারের সাথে কথা বলছিলাম তখন তিনি বলছিলেন, এখন আমরা যত সিস্কা ছিনতাইকারী চোর ধরি, তখন তারা বলে স্যার আমরা কি করব আমাদের ছোটখাটো ব্যবসা এখন আর নাই আমরা কি করে খাবো? আসলে এদের সংখ্যা কিন্তু বেশি না এই বাজেটে ওদের জন্য কিছু রাখা উচিত ছিলো। বাজেটতো পাস হবে আর একমাস পরে সে ক্ষেত্রে অতি দরিদ্র ব্যবসায় যারা কাজ করে খেতেন তাহলে তাকে কিন্তু কোনো ক্রমেই তার গণ্ডির মধ্যে বা আইনের মধ্যে বেঁধে রাখা যাবে না। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে কিন্তু আইনটা বড় থাকেনা ক্ষুধা নিবারণটা বড় থাকে। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি সরকার ওদের দিকে খেয়াল রাখবেন আর যেটা মোতালেব সাহেব বললেন যেটা ইসিবি, ইসিবি নিয়ে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, ক্ষুদ্র মাঝারি সে ক্ষেত্রে মাঝারিরা শুদ্রদের পাশে রেখে ক্ষুদ্রদের কিছু দেন না মাঝারি রা নিয়ে যান। বাংলাদেশের ট্রেন্ড টা হচ্ছে যারা বড় ব্যবসায়ী তারা মাঝারিদের কিছু দিচ্ছেন না বড়রা সব নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বড় বড় কোম্পানি ঋণায়ন তারা মুড়ি ভর্তা বানায় তারা চালতের আচার বানায়, তারা লজেন্স বানায়, তারা চানাচুর বানায় তাহলে ছোট ব্যবসায়ীরা কিভাবে এইটা পাবে। যেমন জায়গা ইভেন আমাদের দেশীয় কিছু সফট লোণ থাকে ছয় মাসের ইনট্রাস্টে অথবা বছরে দিতে হবে না এরপরে ৪৯% ২৯% এভাবে অনেকগুলো সফটওয়্যারিং থাকে। যাতে ছোট ব্যবসায়ী গুলো বড় হয় কিন্তু এগুলো বড় ব্যবসায়ীরা নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে পূজিতা কিন্তু ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে যেটা আপনি বললেন যে আমাদের মাথাপিছু আয়ের প্রায় ২২৪৬ ডলার বা ২২৪৮ ডলারের মতো। এখন যদি আপনি বলেন ভাই রিক্সাওয়ালা তো হয় নাই একজন কৃষকের তো হয়নাই এটা সত্য। সে ক্ষেত্রে টাকা যেভাবে পূজিভুক্ত হচ্ছে আমি মনে করি কয়েকজন লোকের হাতে প্রায় তিনভাগের একভাগ তাদের হাতে গিয়ে জর হচ্ছে এইগুলো বিষয় নিয়ে আমাদের খেয়াল করা দরকার। আরেকটা বিষয় যে আমাদের কৃষি নিয়ে কৃষি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের সরকার থেকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে। সে

ক্ষেত্রে তারা কিন্তু সরকারের ফিডব্যাক টা দিচ্ছে না অন্যদিকে তারা জিনিসের দাম বাড়াচ্ছে এমনই মনোপলি করে নিয়েছে এর বাইরে আপনি অন্যদের কাছে জিনিস পাবেন না।

জিল্লুর রহমানঃ আবার ব্যাংকের থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকা দিয়ে আপনি অন্য কাজগুলো করছেন আবার মাফও পেয়ে যাচ্ছেন।

মোঃ হেলালউদ্দীন (হেলাল)ঃএবার আপনি খেয়াল করেন তার যে প্রণোদনের টাকা তারপর অংশ ব্যবসায়ীরা নিয়ে যাচ্ছে। প্রণোদনা অংকটা এখন দেখেন কেউ নিয়ে গেল ১৮০০ কোটি টাকা কেউ নিয়ে গেল ১৫০০ কোটি টাকা, কেউ নিয়ে গেল ১০০০ কোটি টাকা অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের যদি আমি ৫-৭ কোটি টাকা দিতে পারতাম তাহলে কিন্তু আজকে আমাদের পরিকল্পনামন্ত্রীর ফোন ছিন্তায়ের কথা ছিলনা। আমি বলতে শুনেছি উপর থেকে দিলে নিচে গড়াই তাহলে বড়দের আগে দেন ছোটদের কাছে এমনি যাবে। আমার মনে হয় থিওরিটা এটা কিন্তু সঠিক না টাকাটা নিচ থেকে উপরে যাওয়া উচিত। সেই ভাবে আমি যদি বল এই টাকাটা এখনো ডিসকভার হয় নাই বাজেট যখন পাস হবে তাদের দিকে যদি খেয়াল রাখা না হয়। কৃষি কিন্তু আমাদের মা, কৃষি খুবই ভালো আছে সে ক্ষেত্রে আরেকটু মেকানাইজড করা দরকার। এখনো আমাদের যখন ধান কাটতে হয় তখন আমরা কিন্তু শ্রমিক পাইনা। আগের মত এখন রোদে দাঁড়িয়ে হাল চাষ করবে সেটা কিন্তু এখন আর নেই। যেমন গ্রামের বাড়িতে আমরা ৫টা ৭টা গরু পালতে দেখছি এবং হাল চাষ করতে। এখন কিন্তু কারোর বাড়িতে গরু নাই কারণ দুইটা বোন থাকলে পাহারা দেয়া লাগে চোর জানেন না নিয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে মেকানাইজড কিভাবে করা যায় আমরা দেখলাম যে এটা হচ্ছে প্যানডোমিক এর সময় আমাদের যে কৃষিমন্ত্রী উনি খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে ধান কাটার মেশিন নিয়ে আসছেন শুকানোর ড্রায়ার নিয়ে আসছেন সবমিলিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে কৃষিকাজ খুবই ভালো। একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই বাজেটে আমরা ভেবেছিলাম মাল্টিপারপাস তৈরি করা হয়। সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয় বৃহত্তম। যেমন আমি কিছুক্ষণ আগে নরসিংদী থেকে এসেছি আমি ৩ টাকা কেজি দরে মেরিন্ডি কিনছি। ১৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে কাকরোল। এখন কিন্তু কৃষির দাম বাড়ছে না, হয় এগুলো পচে যাচ্ছে না হলে অপব্যবহার হচ্ছে। আবার যখন সিজন চলে যাচ্ছে আমরা অনেক দামে কিনে খাচ্ছি। সে ক্ষেত্রে

কৃষিপণ্য গুলো যেসব জায়গায় বেশি হয় সেসব জায়গায় আমরা মাল্টিপারপাস করতে পারি সে ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ দরকার। সরকার যদি বলে আমি বিনা ইন্টারেস্টে টাকা দিবো সরকার করলে কিন্তু এটা চলবে না এটা প্রাইভেট সেক্টর কে দিতে হবে। প্রাইভেট সেক্টরগুলোকে যদি ২% ৩% এ টাকা দেওয়া হয় যে তোমরা মাল্টিপারপাস শুরু করতে পারো সে ক্ষেত্রে কৃষক দাম পাবে। আমার মনে হয় এই বাজেটে কৃষি মন্ত্রী এ বিষয়টা আর একটু খেয়াল করা দরকার।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার আব্দুল মোতালেব

আবু মোতালেবঃ এগুলো সব তো উনি বলে ফেললেন আমি বলবো যে এ পর্যায়ে আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি এই করোনাকালীন সময়ে আমাদের স্বাস্থ্যখাতকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। স্বাস্থ্য খাত সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি মধ্যে ছিল আর সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি ওখানে হয়েছে। আর খরচও করতে পারে না। আমি সেক্ষেত্রে বলব যে দুর্নীতি চরম জায়গায় যেয়ে পৌঁছেছে। আমি সে ক্ষেত্রে অনুরোধ করবো এই বাজেটে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রণোদনা দেওয়া হোক। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট আরো বাড়িয়ে দেওয়া হোক। বিশেষ করে দুর্নীতির যে প্রবণতা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি বলে মনে করি। এক্ষেত্রে এনবিআর থেকে সকল প্রকার ক্রয় সকল ব্যবস্থাপনা সুনজর দেওয়া। আরেকটা বিষয় আমাদের অর্থনীতি চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশ থেকে টাকা পাচার হয়েছে প্রচুর। এই কাজগুলো যারা করেছে এই ব্যাপারে এনবিআরকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। দুদককে এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আইনকে এখানে সংযোজন করলে চলবেনা আইনকে স্ট্রং করতে হবে। সে যেই হোক তাকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে। এই বিষয়গুলো বর্তমান মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর একটি বিষয় গত ১২ সালের আইনে মিস ডিক্লারেশন ক্ষেত্রে এসআই কোড এর ব্যবহার করে আগে ছিল ১০০% জরিমানা করা হতো। গতবার আমরা দেখেছি ২০০ থেকে ৪০০% পর্যন্ত এখানে জরিমানা করা হয়েছে এটা তারা খেয়াল খুশিমতো আইনকে প্রয়োগ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে অনেক মানুষ পথে বসে গেছে যারা নিজের ফ্ল্যাট বিক্রি করে টাকা শোধ করতে হয়েছে এলসি করতে গিয়ে এই জরিমানার আওতায় পড়ে। সম্পদ বিক্রি করতে হয়েছে।

মোঃ হেলালউদ্দীন (হেলাল)ঃমোতালেব সাহেব আমি একটু যুক্ত করি আপনাকে কথা হচ্ছে এই মিস ডিক্লিয়ারেশনটা কেন আপনি দিচ্ছেন? এইখানে অর্থনীতি সম্মত আমাকে আনতেই হবে। তারা ভুল করে দিচ্ছেন তা নয় কিন্তু। আপনি যদি এখন আইসিটি তে গিয়ে দেখেন এর ২ বছর আগে গিয়ে যদি আপনি দেখেন তাহলে কিন্তু ৮০% মিস ডিক্লিয়ারেশন আন্ত মোবাইল।

আবু মোতালেবঃ আমি ওই ক্ষেত্রে বলছিনা যেমন একটা মালের ক্ষেত্রে ৫০০ টন হওয়ার কথা সে সেখানে ৫২০ টন হয়ে গেল ২০ টনের যেটা হয়ে গেলো ওইটা নাই। এটাকে কেন্দ্র করে তাদের হেয়ালিপনা একটা লোককে ধরে যেখানে আপনার প্রতি কত আছে আপনি ওটাকে জরিমানা করেন। ২০০ থেকে ৪০০% জরিমানা করে একটা লোককে পথে বসিয়ে দিবেন এটা আমি মনে করি ব্যাড আইন। ১২ সালের আইন এর আগে যে ধারায় ছিল এটা ১০০% পর্যন্ত যাদের হয়, আর যারা চুরি করে মিস ডিক্লাইরেশন করে মিস গাইড করে, তাদেরকে ধরা হোক। কিন্তু যারা রিয়েল বিজনেস করে রিয়েল ইম্পোর্টার তাদের ক্ষেত্রে এখানে বিবেচনা করা উচিত আমি মনে করি। এই বিষয়টাকে এখন জোর দেয়া উচিত যারা আমাদের কর্মহীন হয়েছে এই ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে ডিক্লেয়ারেশন করেছেন যুব উদ্যোক্তাদেরকে গ্রামেগঞ্জে মাছের চাষ করা খামার করা এ বিষয়ে একটা ভাল উদ্যোগ নিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আমি মনে করি এই বেপারেও সক্রিয় ভূমিকা প্রাইভেট সেক্টর থেকে আমাদের উৎসাহ দেই এবং গভমেন্ট থেকেও যদি প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের অনেক যুবসমাজ এই গ্রামীণ কৃষি চাষাবাদে এবং মাছ খামার চাসে তারা ভালো করবে এটা আমার বিশ্বাস। আমি অনুরোধ করবো এনবিআর যাতে এটা ফলো করে বিশেষ করে আমরা দেখি যে চলতি বাজেটে এক্সচেঞ্জ এর তালিকা নয়। এমন কোম্পানির ফরহাদ ৩৫ শতাংশ থেকে কমে ২৩.৫% করা হয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে ২.৫ পার্সেন্ট হ্রাশ করা হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি আগের বাজেট কর হার আরও কিছুটা কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে যেটা অত্যন্ত ইতিবাচক। যে এই ব্যবস্থাগুলো যদিভিডিও কর্মসংস্থান উদ্দেশ্যে বিদ্যমান কর্পোরেট ট্যাক্স যথাযথ ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আরো বিষয়গুলো এমপিসিসি সাজেশন দিয়েছেন যেমন ৫% আইকর যেটা এআইটি বাড়িয়ে দিচ্ছে। আপনাকে কি মধ্যেই অগ্রিম আয়কর বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করেছি। এ বিষয়টা এনবিআর যাতে ভালোভাবে নেয়

এটাকে বিলুপ্ত করা হোক। এই বিষয়গুলো আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয় এই বিষয়গুলো এনবিআরকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। আর আগামী বাজেটে এনবিআরকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত। বিশেষ করে আমাদের পাইকারি খুচরা ব্যবসায়ীরা গত বছর থেকে ভীষণ ভয় আছে যে এইবার কি হচ্ছে? আমি অনুরোধ করবো পাইকারি ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায় যারা আছেন তাদেরকে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত। ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাদেরকে আয় তাদের টেক্সের আওতায় করা উচিত। এ বিষয়টা যদিও হেলাল সাহেব দোকান মালিক সমিতি ৪ বছর আগে বলেছিল এবার এটা এনবিআর এর আওতায় নিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু গত টার্মে আমরা দেখলাম এটাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। এটা কি আবার পুনরায় সংশোধন করলে নিম্ন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বেঁচে যাবে। আর বিশেষ করে আরেকটা বিষয় প্রণোদনার ক্ষেত্রে যারা ২০ হাজার ২৫ হাজার যে কথাটা হেলাল সাহেব বলেছেন যে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা এরা কিন্তু হারিয়ে গেছে পুজি হারিয়ে ফেলেছে । এই বাজেটে তারে প্রণোদনা দেওয়া হোক। তাহলে আমার মনে হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। যদি আমরা এদের ক্ষেত্রে চিন্তা না করেই এবং যারা কর্ম হারিয়েছে তাদেরকে কর্মে না আনতে পারি তাহলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাবে ছিন্তায় বেড়ে যাবে। এদিকে আমি মনে করি বিশেষ করে সরকারকে নজর দেওয়া উচিত। এবার বিশেষ করে করোনার যে প্রণোদনাটা এটা বাড়িয়ে দেওয়া হোক। সরাসরিভাবে ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত করে যদি এই কাজটাকে পূর্ণ ব্যালেন্স করা হয় এবং প্রকার লোকদের কাছে যায় তাহলে আমরা অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী রাখতে পারবো। এবং এটা যদি আবার দুর্নীতি ক্ষেত্রে পরে টাকা যদি বাইরে চলে যায় এবং যারা ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে রিয়েল বড় বড় কোম্পানিগুলো তাদেরকে মনট্রেনের মধ্যে আনা হোক। এই কাজগুলো যদি না করা হয় তাহলে আগামী দিনগুলোতে আমাদের বিশাল চ্যালেঞ্জের মধ্যে পরতে হবে। ইতিমধ্যে করোনাকালীন সময় আমরা দেখেছি অনেকগুলো ব্যবসায়ীক সেক্টর ছাড়া অনেক ট্যাক্স গভমেন্ট কে দিয়েছে বিশেষ করে টোবাকো। এই দুই বছরে টোবাকো অনেক ব্যবসা করেছে আমরা দেখেছি মোবাইল ফোন গুলো এবার সরকারকে সাড়ে ৩০০ কোটি টাকা রাজস্ব করেছে। ওষুধ কোম্পানিগুলো অনেক ব্যবসা করেছে। এই সমস্ত জায়গায় যদি ট্যাক্স বাড়িয়ে অন্যান্য জায়গায় একটু কমিয়ে দেয় তাহলে ট্যাক্সের

সামঞ্জস্যতা ঠিক থাকবে। ইন্টারনেট এইবার গত ২০ বছরের রেকর্ডকে ভেঙেছে বিশেষ করে সবাই ঘরে বসে রয়েছে বিশেষ করে বাচ্চা গুলো প্রবল হার গিয়েছে।

জিল্লুর রহমানঃ আপনি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উপর নজর দিতে বলছেন আবার বলছেন ঔষধ কোম্পানির উপর ট্যাক্স বাড়াতে তাহলেতো ওষুধের দাম বাড়বে।

আবু মোতালেবঃ বিশেষ করে ক্লিনিকগুলো ক্লিনিকগুলো গত দুই বছরে মানুষকে কষ্ট দিয়েছে এবং একটা রোগী পেলে যা ইচ্ছে তাই বিল করেছে। এই বেপারেও সরকারকে সুদৃষ্টি দিতে হবে। আরেকটা বিষয় আমরা যারা গত দুই বছরে বাচ্চারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে লেখাপড়া করছি তাদেরকে কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াস বেতন দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখেন ইলেকট্রিক বিল দিতে হয় নাই অনেক কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছে শিক্ষকদের বেতন পুরোপুরি দিতে হয় নাই কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গুলোকে দেখুন গার্জিয়ানদের থেকে পুরো বেতন নিয়ে গিয়েছে। এ বিষয়গুলো গভমেন্টের দেখা উচিত। ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত প্রাইভেট স্কুল কিন্ডারগার্ডেন তাদের টিচাররা কি অবস্থায় আছে? তাদের আজকের চাকরি নাই তাদের বেতন নাই। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ব্লগ টাকা নিয়ে যাচ্ছে সেখানে প্রকার ইউটিলাইজ হচ্ছে না। আর নিচের স্তরে স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বেতন পাচ্ছে না এই বৈষম্যগুলো সরকারকে বিশেষ করে আমি দেখার অনুরোধ করছি। এবং পাশাপাশি আজকে আমাদের বাচ্চারা বাসায় রয়েছে যদিও এসব কথাবার্তা বলা উচিত না, স্কুল কলেজ গুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলার জন্য অনুরোধ করবো। আর আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন বাচ্চাদের টিকার ব্যবস্থা করে স্কুল খোলা হবে। এই করোনাকালীন সময় প্রত্যেকটা মানুষ যাতে টিকা নিতে পারে এই ব্যবস্থা এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আমি সরকারকে অনুরোধ করবো। সবার কাছে যাতে টিকা পৌঁছে যায় এই ব্যাপারে কোন আপস নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন এই প্যানডেমিক সিচুয়েশনে। এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সাহসিকতা দেখিয়েছেন আমি সরকারকে অনুরোধ করবো ঘনিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য। এই বাজেটে যাতে একটা ভূমিকা স্বাস্থ্যখাতে থাকে এটাই আমার অনুরোধ।

জিল্লুর রহমানঃ অনেকগুলো বিষয় বলেছেন, হেলাল উদ্দিন আমরা একেবারে শেষপ্রান্ত আরেকটি বিষয় আমি বলতে চাই যে ব্যাংকে এখন বলা হচ্ছে প্রচুর অর্থের তারল্য সিঙ্গেল ডিজিট ইন্টারেস্ট। বিনিয়োগ নাই?

মোঃ হেলালউদ্দীন (হেলাল)ঃবিনিয়োগ হয়নাই তা না বিনিয়োগ হচ্ছে। বেসরকারি খাতে যে বিনিয়োগ টা হচ্ছে সেটা বলি আপনাকে আমাদের বড় জালা ব্যবসায়ী আছে তারা এখন বাংলাদেশ থেকে ঋণ নিচ্ছে না। তারা দেশের বাইরে থেকে ফান্ড আছে এবং অনেক কমে পাচ্ছে। এবং ২%, ৪% ইন্টারেস্টে তারা ফান্ড নিয়ে আসছে এবং সেটাও হাজার হাজার কোটি টাকা। আপনি দেখবেন আমাদের পরবর্তী গ্রুপগুলো আছে তারা প্রত্যেকে কিন্তু ব্যবসায় এক্সপেন্ড হচ্ছে। এবং তারা বিষয়টা জানে কিভাবে দেশের বাইরে থেকে টাকা আনতে হয় ওই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সেটা সাধারণ মানুষ বোঝে না। ব্যাংকে যে তারল্য বেড়েছে সেরা প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের বড় ব্যবসায়ীরা এখন আর ব্যাংক থেকে লোন দিচ্ছেন না। আমরা এখন যে টকশোগুলো করছি সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র পর্যায়ে কেন ব্যাংক ঋণ পাচ্ছে না ব্যাংক ঋণ দিচ্ছে না? আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলে দিতে পারি এরকম ভাবে চলতে থাকলে আগামী তিন মাস পরে আমাদের গ্রামীণ ব্যাংকের মতো প্রশিক্ষার মতো তাদের মতো তারাও কিন্তু ক্ষুদ্র ঋণ দেয়ার চেষ্টা করবেন। এখন আর বড় ঋণ দেয়ার অবস্থা কিন্তু তারা হারিয়ে ফেলেছেন। ব্যাংকগুলোর গত ১৫, ২০ বছরে যেভাবে চলেছে প্রাইভেট সেক্টরে এভাবে চলার কথা ছিল না কিন্তু। আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে দেখবেন যে এরা ও নিচের লেভেলের এসে ক্ষুদ্র লোন গুলো কিভাবে ঋণ দেওয়া যায় সেই চিন্তা করবে। ব্যাংকে কত পার্সেন্ট নিয়ে কোন খাদে ওগুলো ব্যয় করবে? কোনার কিন্তু দেখবেন যে কয়েকজন কেমন ভাবে টাকা দিচ্ছে যে হাজার হাজার কোটি টাকা একটা গ্রুপের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে। এই টাকাগুলো হচ্ছে বৈষম্য বাড়ছে বড়রা আরো বড় যে ছোটরা আরো ছোট হয়ে যাচ্ছে এখানে একটাও বাধ্যবাধকতা থাকবে যে ব্যাংক কোন কোন ক্ষেত্রে কত পার্সেন্ট লোন দিবে? বড়রা কত হাজার কোটি টাকা দেবে মাঝারিরা কত হাজার কোটি টাকা দেবে এবং ক্ষুদ্র টা কত হাজার কোটি টাকা দেবে? এভাবেই কিন্তু যদি করে দেওয়া হয় তাহলে ব্যাংক গুলো আগের মতই চলবে। আর আমি যে কথাটা আপনার মাধ্যমে বলতে চাই সেটা হলো ব্যাট নিয়ে যে সমস্যাটা ভ্যাটটা তারা দিচ্ছে এবং গত বছরে আমি মনে করি যে একটা ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে রাজস্ব মানুষ সরকার পাচ্ছে। এগুলো রাজস্ব পাচ্ছে বলেই তো আমাদের ম্যানেজার প্রকল্প গুলো হচ্ছে এগুলো না হলে কিন্তু আমাদের কাছে দৃশ্যমান উন্নয়নটা দৃশ্যমান। ৫% ভ্যাট এর কথাকরোনাকালীন সময় সময়ে রহিত করে এটা ৫% উৎস পর্যায়ে নিয়ে যাবে। এখন ধরেন আপনি গোল্ড যদি কেনেন খুচরা পর্যায়ে তাহলে আপনাকে ১৫% ভ্যাট দিতে হচ্ছে কিন্তু ১৫ শতাংশ গোল্ড যদি আপনি কিনেন এখন তো আর মানুষ শখ করে গোল্ড কেনে না বিয়ে-শাদির জন্য কেনে তখন ১০ ভরি গোল্ড কিনতে গেলে তখন প্রায় ৩ লাখ টাকার মতো তার ভ্যাট চলে আসছে। তখন সে ভিন্ন চিন্তা করে যে আমি দেশের বাইরে থেকে গোল্ডটা নিয়ে আসবো কিনা। সুতরাং আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ভ্যাটটা কে এমন ভাবে রাখা যাতে মানুষ কষ্ট না পায়। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যদি ভ্যাটটাকে উচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাই তাহলে সরকার তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে । এবং অনেক বেশি টাকা সেখান থেকে নিতে পারবে। আমি মনে করি ভ্যাটটা সেখান থেকে নেওয়া দরকার এবং শেষ কথাটা হচ্ছে ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র দের জন্য আলাদা সংস্থা করা দরকার। এই না হলে বড় মাছের সঙ্গে ছোট মাছ আর চলতে পারবে না আমি বারবার অনুরোধ করবো সরকারকে এই বাজেট এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র সেট করতে দেওয়া হোক। এবং আলাদা সেক্টরে মাধ্যমে তাদেরকে দেখভাল করা হোক।

আবু মোতালেবঃ পরিবেশবান্ধব রিসাইকেলিং প্রবৃদ্ধি সরকারের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ। সরকার এবং টার্নওভারের আওতাভুক্ত তাদেরকে রাখা হোক। আরেকটা ব্যাপার সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায়। আরেকটি বিষয় সরকার ঘোষিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি কিত শিল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়নে জোর দেওয়া জরুরি। এপ্রিলে ২০০৯ পর্যন্ত সিএমই বরাদ্দকৃত অর্থের ৭২.৯৯% পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়েছে। এর অর্থপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসা দরকার। এ বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে ভূমিকা রাখা আমি অনুরোধ করছি।

জিল্লুর রহমানঃ দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা তৃতীয় মাত্রা সম্প্রচারের আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের অফিসিয়ার ওয়েবসাইট। অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব সাইট এ আপনি মতামত রাখতে পারেন। এবং আপনারা আপনাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় দেখতে পাবেন প্রতি সোমবার

ও শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সোমবার সকাল ১১.৩০ মিনিটে এবং শুক্রবার ১.৩০ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ রইলো। তৃতীয় মাত্রা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারেন। এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর অ্যাপেল থাকলে আপনি তৃতীয় মাত্রা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠান দেখবার জন্য তথ্যাদি জানবার জন্য মিস্টার আব্দুল মোতালেব এবং হেলালউদ্দিন হেলাল এর সাথে। দর্শক কথা হচ্ছিলো আজকে যে সেটি সংসদে উত্থাপিত হবে সে বিষয়ে। এবং সেটিকে উপেক্ষা করে দুজন ব্যবসায়ী নেতা কথা বলছিনেল সেটিকে তারা কেমন চান? তারা এই বাজেটে কিছু হবে বলে মনে করছেন না আকারটা হয়তো বৃদ্ধি পাবে। আকার বৃদ্ধি করে আসলে তেমন কোনো লাভ নেই বাজেটটা আসলে করোনাকালীন বাজেট ছিলো। গত বাজেটেও সেরকম হয় নি অনেকেই বলেছেন। এই বাজেটে ক্ষেত্রেও উনারা মনে করছেন এখনো পর্যন্ত আবাস ইঙ্গিতে যা পাওয়া গেছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে তেমনটিই মনে হচ্ছে না। সবচেয়ে বেশি নজর নাড়া দিয়েছে গ্যাসের নিয়ম-নীতির উপরে। ভ্যাট সমস্যা একটি বড় সমস্যা বহুদিন ধরে বহু মাস ধরে বছর ধরে আলোচনা হচ্ছে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে মূলত ভ্যাট আইন এর কথা ওনারা বলছিলেন। এবং এখানে ক্ষুদ্র মাঝারি সাইজের যারা তাদের সমস্যাটা অনেক বেশি। এবং বড়দের চাইতে কারণ বাংলাদেশে বড়রাই অনেক প্রভাবশালী হয়ে গেছে। কিন্তু নিচের দিকে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে কারন যারা দরিদ্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সাথে যুক্ত। এবং এই মাঝারি সূর্য মানুষের দিকে বিশেষ ভাবে তারা নজর দেয়ার কথা বলছেন। করোনাকালে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সবার জন্য ভ্যাকসিন নিশ্চিত করতে হবে সেটি উনারা জোর দিয়েছেন সেটি যেভাবে হোক করতে হবে। এবং অর্থ কৃষি খেত গুলোতেও দিতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রে উনারা বলছিলেন যে মাল্টিপারপাস করতে হবে। কৃষির আধুনিকরণ সেখানে টেকনোলজি ব্যবহার মেশিনের ব্যবহার বাড়াতে হবে। এবং ট্যাক্সের প্রসঙ্গে আবারো বারবার বলছিলেন যে অ্যাডভান্স ট্যাক্স অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এই বিষয়গুলো তুলে দেওয়া প্রস্তাবনা রাখছেন না বাজেট বাস্তবায়ন একটা চ্যালেঞ্জ সব সময় আমরা প্রতি বছর আলোচনা করি এবং বাজেট শিল্প আমরা সবসময় বাস্তবায়ন করি। শেষ ভাগে এসে বাজেট পরিকল্পনা দেখতে পাই এটা কোন অবস্থাতে এসে ভালো হয়। এবং দরিদ্রদের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে বাংলাদেশের দরিদ্র ক্রমশ তা বিশেষ করে বাড়ছে। এবং তার ফলে সামাজিক অস্থিরতা বাড়তে পারে একথাতো তারা

বলেছেন। এবং বৈষম্য আমাদের সমাজে প্রকট আকার ধারণ করছে সে কথা ওনারা বলছিলেন এবং বাস্তবতা তাই। একটি বই কে যেমন তার কাভার দিয়ে বিচার করা উচিত নয় তেমন বাংলাদেশে অনেক দৃশ্যমান উন্নয়ন হাতে চাকচিক্য উদাহরণ আছে শুধু সেটি দিয়ে আসলে বাংলাদেশকে যাচাই করলে হবে না ভেতরে তাকাতে হবে। ভেতরটা কোথায় দেখব আমরা? স্বাস্থ্যে দেখব এবং শিক্ষায় দেখবো? শিক্ষারহার করুন স্বাস্থ্য ভালো থাকবে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য দুটোর কথাই উনারা বলেছেন। মনোযোগ দেবার জন্য দেশ থেকে বিদেশে প্রচুর টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে। সেটিও বড়রাই করছেন কাজেই এখানে আইন কঠোর হতে হবে। আইনের শাস্তি কে আরো কঠোর করতে হবে এই বিষয়গুলো যে ওনারা নজর দেবার কথা বলছেন। দর্শক হয়তো আমরা বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করবো এটির বাজেট কেমন হবে। তারপর হয়তো আলোচনার ভিত্তিতে একটা জায়গায় আনার চেষ্টা হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলোচনায় বেশি একটা কাজ হবে বলে মনে হয় না। অতীতের কথা বলে আমরা যদি নতুন অভিজ্ঞতা পাই সেটি নিশ্চয়ই আমাদের জন্য স্বস্তিকর ও সুপূর্ণ হবে। আমাদের সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে শুভকামনা।